দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে মাদক সেবনকারী আসাদ আটক

দামুড়হুদার ছোটদুধপাতিলা গ্রামে থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান আসাদ(৫০) নামের এক মাদক সেবনকারীকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে তাকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় ডুগডুগির রাজু ও দর্শনার আলিহীম। একই সময় ডুগডুগি মাঠে জুয়া খেলারত জুয়াড়িরাও পালিয়ে যায়।

থানা পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশনায় থানার এসআই আল মামুন, এসআই সোয়াদ বিন মোবারক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর অবস্থান নেন। এসময় মাঠ থেকে মাদকদ্রব্য সেবনের পর রাস্তার উপর উঠার সময় পুলিশের উপস্থিতি দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর গ্রামের মৃত ফকির চাঁদ মল্লিকের ছেলে ভূষিমাল ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান আসাদ (৫০)।

পুলিশ তার পিছে পিছে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন। পরে মাদকদ্রব্য সেবনের কথা অকপটে স্বীকার করলে পুলিশ তাকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন। পরে মাদকের আলামত সনাক্তকরণে নেওয়া হয় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তাকে রেফার্ড করেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সেখানকার কর্মরত চিকিৎসকের মাধ্যমে আসাদুজ্জামান আসাদের ড্রোপ টেস্ট শেষ করে আবারও নেয়া হয় দামুড়হুদা থানায়।

এদিকে, স্থানীয়রা ও নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন জুয়াড়ি বলেছেন, আসাদুজ্জামান আসাদ গতকালই না প্রতিনিয়তই জুয়া খেলতে আসে ডুগডুগি ও ছোটদুধপাতিলা মাঠে। সেখানে জুয়ার আসর বসার আগেই নিয়মিত বসে মাদকের আসর। মাদকদ্রব্য সেবনের পর বিভিন্ন এলাকা থেকে জুয়াড়ীদের আগমনে জমে উঠে জুয়ার আসর। ওই এলাকার জুয়া ও মাদকের আসরের নেতৃত্বদেন ডুগডুগি গ্রামের রাজু, দর্শনার আলিহীম।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসময় ডুগডুগি মাঠ থেকে মাদকাসক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর থেকে আসাদুজ্জামান আসাদ কে আটক করা হয়। আটকের পর তাকে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসে নিয়ে তার ড্রোপ ট্রেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। রিপোর্ট পেলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গাপৃজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে দামুড়হুদা শ্রী শ্রী মাতৃ মন্দির কমিটির আয়োজনে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দিক নির্দেশনা মূলক বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়।

উক্ত মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা কমিটির সভাপতি শ্রী আনন্দ ঘোষের সভাপতিত্বে উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি জগবন্ধু ধর, শ্রী শান্তিপদ বিশ্বাস, সঞ্জয় হালদার শোভন দাস,নারায়ন চন্দ্র পাল,বিকাশ কুমার বিশ্বাস,মত বিনিময় সভায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা,

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ব্রিজে পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশটি উদ্ধার করে।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী বাঁশ বাগানের নিচে ৪ জন বসে তাস খেলছিলেন। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের টুআইসি এএসআই জাহিদুল ইসলাম দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওই চারজনকে ধাওয়া দেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ২ জন ঝাঁপ দেয়। একজন সাঁতরে ডাঙায় আসলেও সবজি ব্যবসায়ী টোকন নিখোঁজ হয়। টোকন সাঁতার না জানায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানির স্রোতে ভেসে যায়।

এলাকাবাসী জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফেরিঘাটপাড়ার আবদুর রহমানের ছেলে আকছেদ আলী, ইয়াদুল হকের ছেলে কবিরুল ইসলাম, ছুন্নত আলীর ছেলে নাজিম উদ্দিন ও ওদু ছদ্দিনের ছেলে টোকন আলী

এ সময় কবিরুল ইসলাম ও আকছেদ আলীকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অপর দুজন নাজিম উদ্দিন ও টোকন আলী মাথাভাঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। কিছুক্ষণ পর নাজিম উদ্দিন সাঁতরে ওপারে চলে গেলেও সাঁতার না জানার কারণে টোকন আলী স্রোতের তোড়ে তলিয়ে যান।

দীর্ঘ সময় পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিখোঁজ টোকনকে খুজতে থাকে।পরবর্তীতে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার অনুসন্ধান চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্ন থেকে নিখোঁজ টোকনের লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান পক্রিয়াধীন ছিলো।

বিস্তারিত আসছে…

দামুড়হুদায় সাংবাদিক লাঞ্চিত ও নির্যাতনের ঘটনায় কলম বিরতির হুশিয়ারী

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনিরের বিরুদ্ধে সাংবাদিক শামীম রেজাকে লাঞ্চিত ও অবরুদ্ধ করে নির্যাতনের ঘটনায় অনিদৃষ্ট কালের জন্য কলম বিরতির হুশিয়ারি দিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা।

আজ বুধবার সকালে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিঅনুযায়ী সাংবাদিক নির্যাতন আন্দোলন প্রতিরোধ কমিটির নেতারা এ হুশিয়ারি দেন।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু’র ম্যুরালের সামনে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে অভিযুক্ত দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনিরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও অপসারণের দাবী করে আগামী একসপ্তাহর সময় বেধে দিয়ে অনিদৃষ্ট কালের কলম বিরতির হুশিয়ারি দেন সাংবাদিক নির্যাতন আন্দোলন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক এম নুরুন্নবী ও যুগ্ন আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ধীরু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ, চঞ্চল মেহমুদ, মোজাম্মেল শিশির, শমশের আলী, মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, শামীম রেজা, মোস্তাফিজ কচি, জাহাঙ্গীর আলম, মেহেদী হাসান মিলন । আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রকিবুল হাসান তোতা, বিল্লাল

হোসেন, আরিফুল ইসলাম মিলন, হাতেম আলী প্রমুখ।

কর্মসূচিতে সাংবাদিক নেতারা বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা না হলে পরবর্তীতে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের সকল প্রকার সংবাদ বর্জন করা হবে।

ইতোমধ্যে ওই কৃষি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন, বিচার বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ তদন্ত শেষ করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় হোটেল মালিককে জরিমানা ও ৩ দিন সাময়িক বন্ধ

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পচা মসলা দিয়ে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে চুয়াডাঙ্গা শহরের আলোচিত নিউ আল আমিন হোটেলের মালিককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে একই সাথে হোটেলটি ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। একই অভিযানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মানায় চুয়াডাঙ্গা শহতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নিউ আল আমিন হোটেল। তাদের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের অভিযোগের শেষ নেই। এর আগেও একাধিকবার সেখানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়েছে। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানটির মালিককে শতর্ক করা হয়েছে। বারবার শতর্ক করার পরও প্রতিষ্ঠান মালিক একইভাবে তাদের হোটেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ র্যাব-৬’র একটি টিমকে সাথে নিয়ে নিউ আল

আমিন হোটেলে অভিযান চালানো হয়। ওই হোটেল থেকে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত মসলা উদ্ধার করা হয়। যা দিয়ে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছিল। ওই হোটেলের রান্না ঘরের পরিবেশ নোংরা। সেখানে বসেই রাধুনিরা খাবার তৈরী করছিলো। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এনামুল হককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, ওই ৩দিন সময়ের মধ্যে নিউ আল আমিন হোটেলের পরিবেশ ঠিক করতে না পারলে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে।

এদিকে, একই অভিযানিক টিম চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীতে অভিযান চালায়। সেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মেনে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারায় প্রতিষ্ঠান মালিকে সাইদুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।অভিযান পরিচালনায় সার্বিক ভাবে সহযোগিতায় ছিলেন ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি চৌকস দল।

ফিরে পেলেন ৯টি মোবাইল ফোন ও বিকাশের ৮২ হাজার টাকা

চুয়াডাঙ্গা সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক হারানো মোবাইল ফোন ও খোয়া যাওয়া বিকাশের টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন তার কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোনের মালিকদের হাতে উদ্ধারকৃত এসব মোবাইল ফোন তুলে দেন।

৯ জন মোবাইল ফোন মালিকের হাতে ৯ টি অ্যন্ড্রয়েড ফোন ও বিকাশ

গ্রাহকদের হাতে উদ্ধারকৃত ৮২ হাজার টাকা তুলে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেল।

ফোন হাতে পেয়ে হারানো ফোনের মালিক জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের রিপন আলী বলেন, মোবাইল ফোনটি পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। শখের মোবাইল ফোনটি পুলিশ সুপার ও সাইবার টিমের আন্তরিকতায় দ্রুত ফিরে পাবো ভাবতে পারছিনা। আমি অভিনন্দন ও ভালবাসা জানাচ্ছি পুলিশ সুপার ও সাইবার টিমকে।।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিক-নির্দেশনায় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল জেলায় ধারাবাহিক সাফল্য ও উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, বিকাশ, নগদ, রকেট প্রতারণা, মোবাইল উদ্ধার, অনলাইন প্রতারণাসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণার শিকার ও ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন আইনগত পরামর্শ ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবাদান করে চলেছে।

বিভিন্ন স্কুল- কলেজের উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও চ্যাটিং অ্যাপসসমূহের সঠিক ব্যবহার, হয়রানির শিকার হলে দ্রুত সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের সাথ যোগাযোগ ও আইনী সেবা গ্রহণসহ অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

দর্শনায় ফেনসডিলস ও মোটরসাইকেলসহ গ্রেফতার-৩

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেলসহ সহ ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ

এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই স্বপন কুমার সরকার, এসআই শামীম রেজা, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এ,এস,আই হাফিজুর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামে।

এসময় গ্রামের জনৈক মধু চৌকিদারের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় ১০ বোতল ফেন্সিডিল নাস্তিপুর গ্রামের আব্দুল মমিনের ছেলে রুমন হোসেন (৩০), চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে সিরাজুল ইসলাম (২৭) ও জাফরপুরের সামসুল হকের ছেলে হিরোনকে (২৫) আটক করে। এসময় আটককৃতদের দখল হতে মাদক পাচার কাজে ব্যাবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করে পুলিশ।

এ ঘটনায় আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হচ্ছে।###

দর্শনার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হিজলগাড়ী, খাড়াগোদা, বেগমপুর-যদুপুর ও কোটালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বাইসাইকেল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্ম জীবনী মূলোক বই বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এসব উপকরণ বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর।

এসময় প্রধান অতিথি বলেন, নাগরিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ সোপান হচ্ছে শিক্ষা। জগৎ ও জীবন স¤পর্কিত বাস্তব ধারণাকেও জ্ঞান বা শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। শিক্ষাকে পুঁজি করেই পৃথিবীর সেরা জাতিসমূহ

উন্নতির স্বর্ণ শিখরে উঠতে সক্ষম হয়েছে। রক্তার্জিত স্বাধীন দেশে উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন প্রত্যাশী জাতি হিসেবে আমাদের জীবনে শিক্ষার ভ‚মিকা অপরিসীম। শিক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কিন্তু মানুষের সুকুমার বৃত্তি, মানবিকতার উৎকর্ষ সাধন এবং স্বয়ম্ভরতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। জাতির স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে শিক্ষা একটি নিরন্তন প্রক্রিয়া। এ উপলব্ধি এবং দৃঢ় বিশ্বাস থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে আর্থিক সংকট সত্তে¡ও শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহমর্মিতা ও স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপ্ত একটি উদার মানবিকতা স¤পন্ন আধুনিক সমাজ নির্মাণ করা। কিন্তু ৭৫ এর ১৫ আগস্টের নারকীয় হত্যাকাÐ◌ের ফলে তাঁর মহান উদ্যোগ তথা পুরো জাতির স্বপ্ন-আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বাঙালি জাতির শত বছরের সফল সংগ্রামী ইতিহাস, ঐতিহ্য এমনকি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুখ থুবড়ে পড়ে। দেশ পশ্চাদমুখী গহŸরে নিমজ্জিত হয়। দীর্ঘ ২১ বছরের প্রতীক্ষা, প্রতিরোধ, সংগ্রাম এবং আতœত্যাগের বিনিময়ে জাতি বঙ্গবন্ধু মুজিবের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারো হারানো মর্যাদা এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়।

তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে নারীদের এগিয়ে নিতে প্রথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্য়ন্ত নানান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে সরকার। দুরদুরান্ত থেকে মেয়েরা যাতে বিদ্যালয়ে আসতে পারে তার জন্যই আজকের এসাইকেল বিতরণ। যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম। আগামীতে যেন আরও বেশি করে সাইকেল বিতরণ করতে পারি তার ব্যবস্থা করব। সাইকেলের পাশাপাশি জাতীর জনকের যে অসমাপ্ত আতœজীবনী বইটি দিয়েছি সেটি তোমরাসহ পরিবারের সবাইকে পড়তে বলবা। তাহলেই জানতে পারবা বঙ্গবন্ধু কি ছিলেন।

হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আলী হোসেনের উপস্থপনায় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাইফুল আজম মিন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন স্বপন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, নেহালপুর ইউনিয়ন আ.লীগের আহবায়ক মোবারক আলী, যুগ্নআহবায়ক হামিদুল্লাহ, দোস্ত বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, খাড়াগোদা বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠনে উপস্থিত ছিলেন গড়াইটুপি ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান রাজু, সভাপতি

আব্দুল খালেক, বেগমপুর-যদুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্বাচ আলী, কোটালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ইছাহাক আলী মাষ্টারসহ স্থানীয় আ.লীগ, যুবলীগ নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য ৪টি প্রতিষ্ঠনে বিনামূল্যে ছাত্রীদের মধ্যে ১১৬ টি বাইসাইকেল বিতরণ করেন।

জীবননগরে ৪ প্রতিষ্ঠানকে ৬২ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করায় একটি বেকারী এবং মেয়াদউত্তীন্ন ঔষধ বিক্রি করাসহ বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তিনটি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসককে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জীবননগর পৌর শহরের পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৬২ হাজার টাকা জরিমানা করেন জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার ও নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরিফুল ইসলাম।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর পৌর শহরের মেসার্স রানী ফুডে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি করছে এমন অভিযোগের ভিক্তিত্বে রানী ফুডে অভিযান চালানো হয়। এ সময় রানী ফুডে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি,পরিবেশে অধিদপ্তরের অনুমোদন না থাকা এবং লাইসেন্স না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯এর ৫৩ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে, মেয়াদউত্তীন ঔষধ বিক্রি করার অপরাধে হোমিও প্রাক্টিস অধ্যাদেশ ১৯৮৩এর ২ ধারায় অনুশক্তি হোমিও চিকিৎসক মুনীর আহম্মেদকে ১হাজার টাকা ,এ আলী হোমিও হলের চিকিৎসক জাব্বার আলীকে ১০হাজার টাকা এবং মাস্টার হোমিও হলের চিকিৎসক মোস্তফা কামালকে ১হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা স্যানিটারি

ইন্সপেক্টর মো. আনিসুর রহমান এবং জীবননগর থানা পুলিশের একটি দল। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা’র নবাগত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলায় নবাগত পুলিশ সুপার আবদুল্লা আল মামুন যোগদান করেছেন। সোমবার বিকাল ৪টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যলয়ে তাকে ফুল দিয়ে বরন করে নেন সহকর্মীরা।

তিনি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। তিনি বাংলাদেশ পুলিশে ২৫-তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

নবাগত পুলিশ সুপার তার চাকুরিকালে নোয়াখালী জেলা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, কুমিল্লা জেলা এবং সর্বশেষে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কাঙ্খিত জনবান্ধন চুয়াডাঙ্গা গড়তে নবাগত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন জেলার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসহ সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ইতোমধ্যেই জেলা পুলিশ, চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদ্য যোগদানকৃত পুলিশ সুপার মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ আল-মামুন বিদায়ী পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি সিআইডি, ঢাকায় পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি হয়েছেন।

শুভেচ্ছাক্ষণে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মুন্না বিশ্বাস। সকল থানার অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১, আরআই, টিআই সহ জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সগণ।